বাঁদিকে, দিল্লিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে স্ত্রীকে অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ডানদিকে, পাটনায় প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। –পিটিআই

মিডিয়ায় লাগামের আর্জি পাত্তা পেল না সুপ্রিম কোর্টে

ব্যাকফুটে কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩ মে : মিডিয়ার বিরুদ্ধে নালিশ করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে সমালোচিত হল নির্বাচন কমিশন। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আদালতের ভিতরের যাবতীয় আলাপ-আলোচনা, চাপান-উতোর দাঁড়ি-কমা সমেত প্রচার প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে সংবাদমাধ্যমের।

একটি স্বশাসিত সংস্থার সাংবিধানিক মর্যাদার প্রশ্নটিকে সামনে রেখে শীর্ষ আদালতে নির্বাচন কমিশনের আর্জি ছিল, তাদের বিরুদ্ধে করা বিচারপতিদের মৌখিক মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ যেন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত না হয়। বিচারপতিদের মন্তব্য প্রচারিত হলে কমিশনের সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

সোমবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে বলেছে, বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে কোনওভাবেই মৌখিক শুনানি প্রকাশ করা থেকে বিরত করা যায় না। কারণ, আদালতের ভিতরে কী ঘটছে, তা জানার কৌতূহল ও অধিকার জনসাধারণের রয়েছে।

বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, 'হাইকোর্ট বিচারবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। হাইকোর্টকে অবমাননা করা উচিত নয়। অনেক সময়েই এজলাসে বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী নানা মন্তব্য করে থাকেন। বিচারপতিদের সেই সমস্ত মন্তব্য সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণেই তাতে রাশ টানা উচিত নয়, হয়তো সম্ভবও নয়।'

এর আগে কোভিডের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশনকে এককভাবে দায়ী করে বেনজির মন্তব্য করেছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সংক্রমণ ও মৃত্যু মিছিল যখন দেশজুড়ে ভয়াবহ সংকট তৈরি করেছে, ঠিক সেই সময়ে দেশের নানা জায়গায় জনসভা, রোড শো চলছিল, যা বন্ধ করার কোনও আগ্রহ ছিল না নির্বাচন কমিশনের। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা উচিত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে এরপর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের আইনজীবী বলেন, 'দেশে কোভিড সংক্রমণের জন্য আমাদের দায়ী করা হচ্ছে। কিন্তু কোভিড ম্যানেজমেন্ট আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।' বিচারপতিরা অবশ্য বলেন, নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আদালতের আছে।

কমিশনের তরফে আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী মিডিয়ার রিপোর্ট প্রকাশনায় নিয়ন্ত্রণের আর্জিতে শীর্ষ আদালত জানায়, আদালতে যা কথাবার্তা হয়, তার সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িয়ে। মিডিয়া চাইলে তার সবটা তুলে ধরতে পারে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে সচল রাখতে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। এ কাজ থেকে তাদের সরে আসতে বলা যায় না।

সুপ্রিম কোর্টে এদিন স্বীকার করে, কমিশনের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্ট যা বলেছে তা অত্যন্ত কড়া কিন্তু তা সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করে হয়তো মানসিক যন্ত্রণা থেকে তা বলা হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা স্বীকার করেন যে তাঁরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে হয়তো এমন মন্তব্য করতেন না। কমিশনের আইনজীবী বলেন, ক্ষোভ বা হতাশা অস্বাভাবিক নয়। তবে একটু ভারসাম্য বজায় রেখে মন্তব্য করা আদালতের কাছে আশা করাই যায়। এইবিষয়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ 'সহানুভূতি' ও সমর্থন জানিয়ে বলেন, অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রেখেই মন্তব্য ও কাজ করা উচিত সকলের। আগামী বৃহস্পতিবার, ৬ মে এই মামলার রায় ঘোষণা করবে শীর্ষ আদালত।

রাজ্যে রাজ্যে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৩ মে : ফের অক্সিজেনের অভাবে রোগী মৃত্যু দেশে। অক্সিজেনের অভাবে গত ২৪ ঘণ্টায় বিজেপি শাসিত কর্ণাটক এবং মধ্যপ্রদেশে রোগীমৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। একই কারণে অন্ধ্রপ্রদেশেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

যদিও প্রশাসনের তরফে কোনও অক্সিজেনের সংকটের অভিযোগকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্ণাটকে গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। চামারাজানগরের জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৩ জন এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালে একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য সরকার। কর্ণাটকের শিক্ষামন্ত্রী সুরেশ কুমার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কোনও সরকারি কর্মীর গাফিলতির প্রমাণ পেলে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পাও। কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার এই ঘটনাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে জানিয়েছেন।

বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের ভুপালের কাছে বারওয়ানিতে অক্সিজেনের অভাবে ৪ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তাঁদের পরিবার। স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য দাবি করেছে, ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কৈলাস সারাংয়ের সাফাই, 'রাজ্যে অক্সিজেনের অভাবে এখনও পর্যন্ত কোনও কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়নি।' কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশেও অক্সিজেন না পেয়ে মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। হিন্দুপুর সরকারি হাসপাতালে অন্তত ৮ জন রোগী অক্সিজেনের অভাবে মারা গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য সরকার যথারীতি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জেলাশাসক জি চান্দ্রুদু জানান, অনন্তপুরে কোনও অক্সিজেন সংকট নেই। স্বাভাবিক কারণেই রোগীরা মারা গিয়েছেন। অক্সিজেনের কোনও অভাব নেই। যদিও টিডিপি নেতা নারা লোকেশ রোগী মৃত্যুর জন্য অক্সিজেন সংকটকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। রাজ্য সরকারেরও সমালোচনা করেছেন তিনি।

অস্ত্রবিরতি ভেঙে ফের হামলা পাক রেঞ্জার্সের

শ্রীনগর, ৩ মে : অস্ত্রবিরতি চুক্তি ভেঙে ফের বিএসএফ বাহিনীর একটি টহলদার দলের ওপর হামলা চালাল পাক রেঞ্জার্স। তবে বিএসএফ জওয়ানরাও হাত গুটিয়ে বসে না থেকে পালটা জবাব দিয়েছে। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই এই পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর এই হামলার নিন্দা করেছে বিএসএফ। বিএসএফের ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল এসপিএস সাঁধু বলেন, সোমবার সকালে সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরে রুটিন টহলে বেরিয়েছিল আধাসেনার একটি দল। তখনই পাক বাহিনী তাদের নিশানা করে গোলাগুলি চালায়। এমনিতে জম্মুকাশ্মীর সীমান্তে ভারত ও পাক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ কিছুদিন আগে পর্যন্তও নিত্য ঘটনা ছিল। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে দু'পক্ষই উদ্যোগী হয়ে একটি শান্তি চুক্তি করে। ২৪ ফেব্রুয়ারিতে করা ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, অহেতুক গোলাগুলি চালিয়ে আর শক্তিক্ষয় করা হবে না। সীমান্তে শান্তি তথা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে। এরপর দু'মাস ওই এলাকা পুরোপুরি শান্ত ছিল।

সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের পরামর্শ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩ মে : সংক্রমণে চার লক্ষের গণ্ডি পেরোনোর পর শেষ দুদিন দৈনিক সংক্রামিতের সংখ্যা কমলেও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ভারতে। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৩,৪১৭ জনের। নতুন করে সংক্রামিত হলেন ৩,৬৮,১৪৭ জন। এই নিয়ে দেশে মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দু'কোটি (১,৯৯,২৫,৬০৪)।

এদিকে, করোনা সংক্রমণে রাশ টানতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে ফের লকডাউন জারির পরামর্শ দিল শীর্ষ আদালত। মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করার বিষয়ে শুনানির পর রবিবার লকডাউন সংক্রান্ত একটি নির্দেশও দিয়েছে আদালত।

রবিবার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ লাফিয়ে বাড়ছে। সংক্রমণ রোধে ভবিষ্যতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে পরিকল্পনা রচনা করার নির্দেশ দিচ্ছি।' শীর্ষ আদালতের পরামর্শ, 'কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর কাছে আবেদন, ভিড় এবং সুপার স্প্রেডার অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুন। প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ শৃঙ্খল ভারতে এছাড়া অন্য রাস্তা নেই। সেই জন্যই লকডাউনের বিষয়টা আপনাদের ভেবে দেখা উচিত।'

লকডাউন জারি করার পরামর্শের পাশাপাশি, সমাজের গরিব শ্রেণির মানুষের অসুবিধার বিষয়টিকেও নজরে রাখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত বলেছে, 'লকডাউন জারি করলে প্রান্তিক মানুষের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেটাও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে।' দেশের দৈনিক সংক্রমণ সাড়ে তিন লক্ষ পেরিয়ে চার লক্ষের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখেই সংক্রমণ শৃঙ্খল ভাঙার গুরুত্বের কথা কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

একনজরে

- সংক্রমণের শৃঙ্খল ভাঙতে ভিড় এবং অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞার পরামর্শ
- লকডাউন করলেও গরিবদের অসুবিধার কথা ভাবার নির্দেশ
- লকডাউনে সায় নেই ল্যানসেট ইন্ডিয়া টাস্কফোর্সের।
- ঝুঁকির মাত্রা হিসেব করে কনটেনমেন্টের সুপারিশ ল্যানসেট ইন্ডিয়ার।

অন্যদিকে নিশ্ছিদ্র লকডাউনের পক্ষপাতী নয় ল্যানসেট ইন্ডিয়া টাস্কফোর্স। এই সময় কোথাও বড় জমায়েত যাতে না হয়, সংস্থার তরফে সেই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারির সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের মতে, ১০ জনের বেশি লোকের জমায়েত বন্ধ করতে হবে। কনটেনমেন্টের তালিকাও তারা সরকারের সুবিধার্থে প্রকাশ করেছে।

ল্যানসেট ইন্ডিয়া টাস্কফোর্স বলেছে, কোথায় কী ধরনের কনটেনমেন্ট করা হবে তা ঠিক করতে দৈনিক সংক্রমণ বৃদ্ধির হার, পরীক্ষার নিরিখে পজিটিভের হার, প্রতি ১০ লক্ষে করোনা পরীক্ষার হার এবং আইসিইউ শয্যার চাহিদার খতিয়ান নিতে হবে। তবে যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন, তা নিতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা মাথায় রেখে। কম ঝুঁকি, মাঝারি মানের ঝুঁকি এবং হটস্পট, এইভাবে অঞ্চলগুলি ভাগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুন সংক্রমণের হার ২ শতাংশের কম হলে কম ঝুঁকির অঞ্চল বলে ধরতে হবে। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের গতিবিধি স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি স্কুল কলেজ রেস্তোরাঁ ইত্যাদি খুলে রাখলেও অসুবিধা নেই। পজিটিভিটির অনুপাত ৫ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে হলে এবং আইসিইউ শয্যার ৪০-৮০ শতাংশ ভরে গেলে ওই অঞ্চলকে মাঝারি মাপের বিপন্ন ধরে নিয়ে কিছু বিধিনিষেধ চাপাতে হবে। তবে জরুরি পণ্য সরবরাহ সহ নাগরিক পরিষেবার বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে। নতুন সংক্রমণের হার ৫ শতাংশ ও পজিটিভিটি অনুপাত ১০-এর বেশি এবং প্রতি ১০ লক্ষে ১৪০ জনের সংক্রমণ হলে সেটা হটস্পট বলে ধরে নিয়ে স্কুল কলেজ বন্ধ রাখা, জমায়েতে কড়াকড়ি ইত্যাদি করতে হবে।

অনুমতির অপেক্ষায় ফাইজার

নয়াদিল্লি, ৩ মে : চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট সংখ্যক টিকার জোগান না থাকায় সারা দেশেই টিকাকরণ কর্মসূচি ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশে তৈরি আরও টিকা ভারতে আনার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করছে কেন্দ্র। ঠিক এমনই একটা সময়ে মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ফাইজার জানিয়েছে, ভারতকে ৭ কোটি ডলার মূল্যের টিকা অনুদান হিসাবে পাঠানো জন্য তারা প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার তাদের তৈরি টিকাকে অনুমতি না দেওয়ায় সেই টিকা দেওয়া যাচ্ছে না। সোমবার ফাইজারের প্রধান কার্যনির্বাহী অ্যালবার্ট বুরলা জানিয়েছেন, ভারতে যাতে টিকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়, তার জন্য এক মাস আগেই এ ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে আবেদন পাঠানো হয়েছিল। ভারতকে ৭ কোটি ডলারের টিকা বিনামূল্যে উপহার দেওয়ার কথাও আবেদনে জানানো হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারত কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি। তবে এ নিয়ে ফাইজারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কথাবার্তা চলছে বলে জানিয়েছেন বুরলা। মার্কিন সংস্থা ফাইজার ও জার্মান সংস্থা বায়োনটেক যৌথভাবে যে করোনা টিকা বানিয়েছে তার নাম কমিরানিটি।

সিসিইউতে খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ৩ মে : সোমবার বিকাল নাগাদ খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) স্থানান্তরিত করা হয়। এদিন গুলশানের বাসভবনে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার। এমনটিই জানিয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ২৭ এপ্রিল রাতে তাঁকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখন বলা হয়েছিল, বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এগুলো শেষ হতে কয়েকদিন সময় লাগবে। তারপর সোমবার তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তাঁর বাড়ি ফেরার আগের দিনেই শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়ায় সিসিইউতে স্থানান্তরিত করার কথা জানান ব্যক্তিগত চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন। দলীয় সূত্রের খবর, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

স্পিডবোট উলটে ২৬ যাত্রীর মৃত্যু

ঋদ্ধিমান চৌধুরী, ঢাকা, ৩ মে : নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পদ্মায় বেপরোয়া স্পিডবোট চালানোর বলি হল ২৬ যাত্রী। সোমবার এই ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে যাত্রী পারাপার করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। ঢাকার অদূরে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে একটি স্পিডবোট বেপরোয়া গতিতে চালিয়ে পদ্মার দক্ষিণ তীর মাদারিপুরের শিবচর বাংলাবাজার ঘাটের কাছাকাছি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় বালিবোঝাই একটি কার্গোর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে। স্পিডবোট উলটে গিয়ে ৩ শিশুসহ ২৬ জনের মৃত্যু হয়। প্রশাসন উদ্ধারকাজে তৎপরতা চালায়। মৃতদের অধিকাংশই মাদারিপুর-শরিয়তপুর এলাকার বাসিন্দা।

বিজয়নের সঙ্গে কেরল বিধানসভায় তাঁর জামাই

তিরুবনন্তপুরম, ৩ মে : কেরলের এবারের বিধানসভা ভোট যেন সবদিক থেকেই গতানুগতিকের ছক ভাঙার খেলা। দীর্ঘ ৪ দশক পর এবারই প্রথম কোনও একটি দল পরপর দু'বার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করল। আবার যারা এই অসাধ্যসাধন করল তাদের হাত ধরে কেরল বিধানসভায় প্রথমবার একসঙ্গে বসতে চলেছেন শ্বশুরমশাই এবং জামাই বাবাজি। এই শ্বশুরমশাই আর কেউ নন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তাঁর জামাই তথা সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সভাপতি পিএ মহম্মদ রিয়াজ। কেরলের রাজনীতিতে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক। বিজয়ন এবারও ধর্মাদম আসনে ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। রিয়াজ কোঝিকোড়ের বেইপোরে থেকে এবার জয়ী হয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় এর আগে বহু নেতার ছেলে এবং মেয়েকে জায়গা করে নিতে দেখা গিয়েছে। সেদিক থেকে শ্বশুর-জামাই জুটি বিরল। এবার সেই রেকর্ডও বামেদের দখলে চলে গেল।

গতবছর বিজয়নের কন্যা বীনার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন রিয়াজ।

এদিকে সোমবার বিদায়ি বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন পিনারাই বিজয়ন। রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসনে তিনি। সূত্রের খবর, আগামী ৭ কিংবা ১০ মে নতুন সরকার শপথ নিতে পারে। যেহেতু ৪ থেকে ৯ মে পর্যন্ত করোনার কারণে রাজ্যজুড়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে, তাই শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান ১০ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এদিকে পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে যেহেতু রাজ্যের ১৪০ আসনের ৯৯টি আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বামেরা, তাই সিপিএম দ্বিতীয় দফায় তাঁর কাঁধে চেপেই রাজ্য শাসনে এগোনোর পক্ষপাতী। তাঁকে আপাতত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়ার কোনও প্রশ্ন উঠছে না সিপিএমের অন্দরে। তবে দলীয় রীতি অনুসারে এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁকে রাখার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

শুক্রবার স্ট্যালিনের শপথ

চেন্নাই, ৩ মে : নির্বাচনে ভরাডুবির শেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন ই পালানিস্বামী। সোমবার রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে আসেন তিনি। ইস্তফা শেষে হবু মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পালানিস্বামী। জানা গিয়েছে, আগামী শুক্রবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন স্ট্যালিন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তার জবাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্ট্যালিন বলেছেন, 'তামিলনাড়ুকে আরও উন্নত করার জন্য আপনার পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। শাসক এবং বিরোধীদের একসঙ্গে থাকাই গণতন্ত্র। আসুন এরকম একটি গণতন্ত্র গড়ে তুলি।' দীর্ঘ ১০ বছর পর ফের সেন্ট জর্জ ফোর্টের মসনদ দখল করেছে ডিএমকে। শুধু দখল করেছে বললে ভুল বলা হবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এই জয় পেয়েছে স্ট্যালিনের দল। ২৩৪ আসনের বিধানসভায় ডিএমকে পেয়েছে ১৩৩টি আসন।

বিজয়োৎসবে বানানো হল করুণানিধির মুখ বিশিষ্ট ৭০ কেজির ইডলি।

জেলে থেকেই ভোটে জিতলেন অখিল গগৈ

গুয়াহাটি, ৩ মে : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়ে এখনও জেলবন্দি অখিল গগৈ। জেল থেকেই এবার অসমের শিবসাগর কেন্দ্রে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। জেলবন্দি অবস্থাতেই জয়ী হয়েছেন তিনি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির সুরভী রাজকোনওয়ারিকে ১১,৮৭৫ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন অখিল গগৈ। রাজ্যর দল নামে একটি সংগঠন তৈরি করলেও নির্দল হয়েই ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। আসু এবং অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্র পরিষদের তৈরি অসম জাতীয় পরিষদের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়েছিল রাজ্যর দল।

২০১৯ সালে সিএএ আন্দোলনের সময় থেকে জেলে বন্দি অখিল। বর্তমানে তিনি অবশ্য স্বাস্থ্যজনিত কারণে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেই কারণে ভোটপ্রচারেও বেরোতে পারেননি তিনি। একবার প্রচার না করেও

স্রেফ আন্দোলনের নামে অখিল গগৈ যেভাবে অসমের বিধানসভা ভোটে নির্দল হিসেবে জয়ী হয়েছেন তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কৌস্তভ ডেকা বলেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরেই যে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় তার বিরলতম নজির স্থাপন করেছেন অখিল গগৈ। তাঁর হয়ে যাঁরা প্রচারে নেমেছিলেন প্রত্যেকের হাতিয়ার ছিল শুধুই আবেগ। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে বহু মানুষ তাঁর জন্য শিবসাগর কেন্দ্রে রাজ্যের দলের হয়ে কাজ করেছিলেন।

অখিলে গগৈয়ের হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন তাঁর ৮৫ বছরের মা প্রিয়দা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা-কর্মী, সমর্থকরা। তাঁর মায়ের বক্তব্য, 'অখিল গত দেড় বছরে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। কোনও কারণ ছাড়াই আমার ছেলেকে আটকে রেখেছে সরকার। কোনও তথ্যপ্রমাণও দেখাতে পারেনি তারা। অসমের সবাই ওর পরিবারের সদস্য।' অখিলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার পাশাপাশি ইউএপিএ আইনে একাধিক মামলা রুজু করেছে এনআইএ। গত অক্টোবর মাসে অখিল গগৈ জামিন পান। গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাঁর জামিনের নির্দেশ বহাল রেখেছে। কিন্তু তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাঁর বিরুদ্ধে অন্য মামলা রুজু করায় আপাতত জেলের ভিতর থেকেই অসমে পরিবর্তনের জাল বুনছেন গণআন্দোলনের এই নেতা।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলি হতে পারে। শরীর বেশি ভালো যাবে না। **বৃষ :** শিক্ষায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। শারীরিক সমস্যা দেখা দিলেও বড় ধরনের রোগের আশঙ্কা নেই। **মিথুন :** বিদেশে কর্মলাভের সুযোগ আসতে পারে। পত্নীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। **কর্কট :** পিতা-মাতার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ হলে ব্যয় বাড়বে। **সিংহ :** ব্যয়ের চাপ বেশি হওয়ায় সঞ্চয়ের সম্ভাবনা কম। **কন্যা :** পুত্রকন্যার শরীর মোটামুটি ভালো থাকবে। ব্যবসায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। **তুলা :** শারীরিক সমস্যায় উদ্বেগ। দাম্পত্য সমস্যা থাকলে তা মিটে যাবে আজ। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভ। **বৃশ্চিক :** সন্তানদের লেখাপড়ায় বিশেষ নজর রাখতে হবে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। **ধনু :** পিতা-মাতার সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। চলাফেরায় সতর্ক থাকুন। **মকর :** আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুরোনো রোগ ব্যাধি থেকে সাবধান থাকুন। **কুম্ভ :** সন্তানদের পড়াশোনায় বাধা। শারীরিক ও মানসিক চাপ থাকবে। **মীন :** বড় ধরনের রোগের সম্ভাবনা নেই। তবে সতর্ক থাকুন। আর্থিক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে আজ মঙ্গলবার ৪ মে ২০২১, বাংলা ২০ বৈশাখ ১৪২৮। (ভাঃ ১৪), ২০ বহাগ, মুং ২১ রমজান। সূর্যোদয় ঘ ৫।৬।১৩, সূর্যাস্ত ঘ ৬।০।৩৭। তিথি- (চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ) অষ্টমী দং ২০। ৩৬ দিবা ঘ ১। ১১। নক্ষত্র- শ্রবণা দং ৮। ২০ দিবা ঘ ৮। ২৬। যোগ- শুক্র দং ৩৮। ৬ রাত্রি ঘ ৮। ২১। যোগ- শুক্র দং ৩৮। ৬ রাত্রি ঘ ৮। ২১। করণ — কৌলব দিবা ঘ ১। ১১ পরে তৈতিল রাত্রি ঘ ১।২১। লগ্ন- উদয় মেষ দং ২। ৩৯। ৩৩ অস্ত তুলা দং ৩। ৪২। ৩। চন্দ্রশুদ্ধ- পূর্বদিনের রাশির, রাত্রি ঘ ৮। ৪৪ গতে মেষ, বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও কুম্ভরাশির (ঘাতচন্দ্র মিথুন ও মীনরাশির)। তারাশুদ্ধ - পূর্বদিনের নক্ষত্রের, দিবা ঘ ৮। ২৬ গতে ২৪। ২৫। ২৭। ২। ৪। ৬। ৭। ৯। ১১। ১৩। ১৫। ১৬। ১৮। ২০। ২২ নক্ষত্রের। জন্মে — মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অঃ গুরুর বিং চন্দ্রের দশা, দিবা ঘ ৮। ২৬ গতে দেবারিগণ অঃ রাহুর বিং মঙ্গলের দশা, রাত্রি ঘ ৮। ৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-পাদদোষ। অমৃতযোগ- দিবা ঘ ৭। ৪১ গতে ১০। ১৭ মধ্যে পুনঃ ১২। ৫২ গতে ২। ৩৪ মধ্যে পুনঃ ৩। ২৫ গতে ৫। ৯ মধ্যে। রাত্রি ঘ ৬। ৪৫ মধ্যে পুনঃ ৮। ৫৮ গতে ১১।১১ মধ্যে পুনঃ ১। ২৫ গতে ২। ৫৩ মধ্যে। বারবেলা - ঘ ৬। ৪৩ গতে ৮। ২০ মধ্যে পুনঃ ১। ১০ গতে ২। ৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি — ঘ ৭। ২৩ গতে ৮। ৪৬ মধ্যে। যোগিনী — ঈশানে, দিবা ঘ ১।১১ গতে পূর্বে। যাত্রা- নক্ষত্র শুভ, যাত্রামধ্যম সিদ্ধিযোগ উত্তরে পূর্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৮। ২৬ গতে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৯। ৩৫ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নাস্তি, দিবা ঘ ১।১০ গতে যাত্রানাস্তি বারবেলা ও রিক্তাদিদোষ। শ্রাদ্ধ- অষ্টমীর একো এবং নবমীর সপি। অভক্ষ্য — দিবা ঘ ১।১১ মধ্যে নারিকেল পরে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ। বিবিধ- দিবা ঘ ১। ১১ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ঘ ১।১১ মধ্যে পুণ্যতরা স্নানদানদি। আন্তর্জাতিক দমকলকর্মী দিবস।